ভারতে করোনায় আক্রান্ত ১৬ হাজার ছাড়াল, মৃত্যু ৫ শতাধিক

ভারতে করোনায় আক্রান্ত ১৬ হাজার ছাড়াল, মৃত্যু ৫ শতাধিক
ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এরই মধ্যে এ সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে দেশটিতে মারা গেছেন ৫২১ জন। এ মুহূর্তে ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। খবর এনডিটিভির।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যমতে, ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ শনিবার তার বাসভবনে মন্ত্রীদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে ত্রাণ দিতে মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা নিতে পারে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী, ২০ এপ্রিলের পর সংক্রমণ দেখা যায়নি, এমন স্থানে লকডাউন শিথিল হতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লিতে নর্থ ব্লকে ওয়ার রুমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনায় সুস্থ হয়ে ওঠার পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। রোববার সকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার পরিমাণ ১৪.২ শতাংশ। শনিবার যা ছিল ১৩.৮৫ শতাংশ। গত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার যা ছিল যথাক্রমে ৯.৯৯, ১১.৪১, ১২.০২ ও ১৩.০৬ শতাংশ।

১২ রাজ্যের ২২টি নতুন জেলায় গত ১৪ দিনে নতুন করে সংক্রমণের কথা জানা যায়নি বলে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা লব আগরওয়াল।

দিল্লির নিজামুদ্দিনের ধর্মীয় সমাবেশের সঙ্গে যোগ রয়েছে ৪ হাজারেরও বেশি কোভিড-১৯ সংক্রমণের। শনিবার পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৩৭৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ৪ হাজার ২৯১ জনই তাবলিগি জামাতের

ওই সমাবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের দাবি, যা মোট সংক্রমণের ২৯.৮ শতাংশ।

সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি সংক্রমণের ঘটনা নিয়ে মহারাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত রাজ্যের তালিকার শীর্ষে। শনিবার পর্যন্ত এশিয়ার সর্ববৃহৎ বস্তি এলাকা মুম্বাইয়ের ধারাভিতে এখনও পর্যন্ত ১১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের দুটি জেলায় ৩০০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন (মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের), সেখানে নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি বলে জানানো হয়েছে।

রাজৌরি ও কিস্তোয়ার নামের ওই দুই জেলায় চারজন কোভিড-১৯ রোগী সেরে ওঠার পর গত ১০ দিনে কেউই আক্রান্ত হননি। সূত্র-যুগান্তর

ভারতে মাস্ক না পরায় ছেলেকে খুন করলেন বাবা!

করোনাভাইরাসের সংক্রণ ঠেকাতে মাস্ক না পরায় নিজের ছেলেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। খুনের পর ওই ব্যক্তি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

গত শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামপুকুরে।

নিহত যুবকের নাম শীর্ষেন্দুর (৪৫)। এ ঘটনায় তার বাবা বংশীধর মল্লিককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, বংশীধর মল্লিককের ছেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং মৃগী রোগী। প্রতি দিন বিকালে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে বের হন তিনি।

শনিবারও তিনি বেরোনোর সময় ছেলেকে মাস্ক পরতে বলেন। কিন্তু ছেলে কিছুতেই তা পরতে রাজি হননি। বার বার বলেও রাজি না হওয়ায় তিনি ছেলের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে হত্যা করেন।

এদিকে বংশীধরের কাছ থেকে খুনের বর্ণনা শুনেই শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা গিয়ে দেখেন, ঘরের মাটিতে পড়ে রয়েছে শীর্ষেন্দুর দেহ আর বিছানায় শুয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তিনি শীর্ষেন্দুর মা। সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বছর ১৮ ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী তিনি।

মায়ের সামনেই ছেলেকে বংশীধর খুন করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে বংশীধর জানিয়েছেন, গত ১৮ বছর ধরে অসুস্থ স্ত্রী এবং অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে থাকতে থাকতে তিনি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন।

তদন্তকারী এক কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বংশীধর কোনো মানসিক অবসাদের ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে অসুস্থ স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তিনি। ছেলে মাস্ক না পরে বাইরে বেরোলে যদি সংক্রমণ হয়, সেই চিন্তাও তাকে গ্রাস করেছিল। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ১৮৯১ জনের

যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে এক হাজার ৮৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে শনিবার পর্যন্ত এই বৈশ্বিক মহামারীতে দেশটিতে ৩৮ হাজার ৬৬৪ জন মারা গেছেন।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে এমন খবর জানা গেছে।-খবর এনডিটিভির

ভাইরাসটির সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাত লাখ ৩২ হাজার ১৯৭ লোক আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় শীর্ষে রয়েছে দেশটি।

এদিকে করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য ‘সচেতনভাবে চীন দায়ী’ হলে

দেশটিকে পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মহামারীর মোকাবেলায় বেইজিংয়ের ভূমিকায় সমালোচনা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগে চীন থেকেই তা বন্ধ করা সম্ভব হতো, কিন্তু সেটি হয়নি।

বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে কথার লড়াইয়ের মধ্যে সর্বশেষ মার্কিন বাক্যবাণ হচ্ছে ট্রাম্পের এই বক্তব্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপ মোকাবেলায় যখন দুই দেশের মধ্যে নজিরবিহীন সহায়তা দরকার, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়ছে।

ট্রাম্প বললেন, যদি এটা কোনো ভুল হয়ে থাকে, ভুল তো ভুলই। কিন্তু তারা যদি সচেতনভাবেই দায়ী হয়, হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি, তখন নিশ্চিতভাবেই তারা ফল ভোগ করবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই ব্যাখ্যা দেননি এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট।

গত বছরের শেষ দিন উহান থেকে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবের পর ট্রাম্প ও তার জ্যেষ্ঠ সহযোগীরা চীনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলেছেন।

আর চলতি সপ্তাহে ‘চীন-ঘেঁষা’ আখ্যা দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছেন ট্রাম্প।

ভাইরাসটি নিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটন বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছে। যদিও প্রথম দিকে চীন ও দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের অতিরিক্ত তারিফ করেছেন ট্রাম্প। সূত্র-যুগান্তর

মৃত্যুর মিছিল থামছেই না আমেরিকায়, একদিনে মৃত্যু আরও ৩৮৫৭

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকা। এই ভাইরাসের ধ্বংসযজ্ঞে যেন অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই রাষ্ট্র। প্রতি মুহূর্তে দেশটিতে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা।

গেল ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে ৩ হাজার ৮৫৭ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরও ৩১ হাজার ৯০৫ জন।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তথ্য মতে, আমেরিকায় এখন মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ৯৯৭ জন। আর কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৭ লাখ ১ হাজার ৪৭৫ জন। সূত্র: ইউএনআই

করোনা মোকাবেলায় ভিন্ন পথে তুরস্ক

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে লকডাউনে সেখানে তুরস্ক ভিন্ন পথে করোনাভাইরাস মোকাবেলা করছে। ব্যতিক্রমী এ লড়াইয়ে দেশটি আংশিক লকডাউন আরোপ করেছে। অর্থাৎ ২০ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাকি নাগরিকরা অর্থাৎ যুবকদের কাজে বের হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে একদিনে অর্থনীতি চাঙ্গা থাকছে, অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। তুরস্কের এ পন্থাকে অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ স্বাগত জানিয়েছেন। খবর সিএনএনের।

গত ১০ এপ্রিল তুরস্কে হঠাৎ করেই আংশিক লকডাউন ঘোষণার পরপরই দোকানগুলোতে নাগরিকদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। প্রয়োজনীয় পণ্য

কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় করেন তারা। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, তুরস্ক তার নাগরিকদের সুরক্ষায় যথেষ্ট। এ সময় তিনি ২০ বছরের নিচে এবং ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেন। এর বাইরে সব নাগরিককে কাজে ফিরতে বলেন। তুরস্কে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো বন্ধ। পণ্য ডেলিভারির শর্তে রেস্টুরেন্টগুলো খোলা।

পার্কের মতো জনসমাগমস্থলগুলো বন্ধ এবং ব্যাংকের কর্মঘণ্টা সীমিত করা হয়েছে। এর বাইরে কলকারখানা, নির্মাণ কেন্দ্র এবং অন্য ব্যবসাগুলো পুরোদমে খোলা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আংশিক বিধি নিষেধে তুরস্ক সফল হতে পারে।

ব্রিটেনের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ডা. মুহাম্মদ মুনির বলেন, ‘এটি একটি বিকল্প কৌশল। দেশটিতে স্বাস্থ্যবান লোকেরা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়িয়ে বাজারে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আক্রান্ত হলেও চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হচ্ছেন। এ কৌশলের কারণে আক্রান্ত অন্তত ৮০ শতাংশ ব্যক্তি সুস্থ হচ্ছেন।’

কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডা. জেরেমি রসম্যান বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পুরো লকডাউনে সেখানে তুরস্কে আংশিক লকডাউন। দেশটিতে আংশিক লকডাউন সফল হচ্ছে তা তাদের কম আক্রান্তের সংখ্যায় বোঝা যাচ্ছে। এটি একইসঙ্গে দেশটির অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এবং সংক্রমণ কমছে।

তিনি আরও বলেন, কর্মস্থলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মতো করোনা বিধি বাস্তবায়নের ওপরই এর সফলতা নির্ভর করছে। তুরস্ক করোনা আক্রান্ত শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে। দেশটিতে এখন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত হয়েছেন চার হাজার ৮০১ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪ হাজার ১৯৩ জন। তবে মৃত্যুহার খুবই কম। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৫ জন নিয়ে মোট মারা গেছেন এক হাজার ৬৪৩ জন। সূত্র-যুৃগান্তর

করোনা নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে প্লাসেন্টার (গর্ভের ফুল) মাধ্যমে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ওই শিশু করোনা আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐ শিশুর মায়ের শরীরে করোনার কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। তাই শিশুটির শরীর যে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস বহন করছেন সে ব্যাপারেও কোনো ধারণা ছিল না কারো।

জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল দেশটির ময়োবম্বা শহরের আল্টো মায়ো হাসপাতালে ওই শিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারেন, মা-শিশু দুজনেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এছাড়া গত দু-এক সপ্তাহের ভেতর ওই মায়ের কাছাকাছি যেসব আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে যুক্তরাজ্যে মায়ের গর্ভ থেকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। তবে করোনাভাইরাস আক্রান্ত প্রথম শিশু জন্ম হওয়ার ঘটনা পেরুতে এটাই প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। পেরুতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১১ হাজার ৪৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। এতে মৃত্যু হয়েছে ২৫৪ জনের। সূত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভাইরাসটি মহামারী রূপ নেয়ার পর এটাই সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড।

সিএনএনের খবর বলছে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় চার হাজার ৫৮১ জন মারা গেছেন।

নতুন এই হিসাবে কোভিড-১৯ রোগে সম্ভাব্য মৃতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেটা আগে বাদ পড়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে ১৩ মার্চ এক হাজার ৬৬৬ জন আক্রান্ত ও ৪১ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল সিএনএন।

হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আগেই হুশিয়ারি দিয়েছিল যে পরীক্ষা বাড়ানো হলে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসের কারণে অচল হয়ে পড়া দেশের অর্থনীতিকে ফের চালু করতে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি প্রস্তাবনা হাজির করেছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সুপারিশ আকারে দেয়া এ প্রস্তাবনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রকে ফের সচল করার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর গভর্নরদের। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সহায়তা করবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কম আক্রান্ত অঙ্গরাজ্যগুলোতে চলতি মাসেই লকডাউন তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের বিধিনিষেধও ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে করোনাভাইরাসের দাপট অব্যাহত থাকার মধ্যেই ট্রাম্পের এ প্রস্তাবনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। সূত্র-যুগান্তর

এতটাই ভয়ঙ্কর করোনা, একবার মুদি দোকানে গিয়েই আক্রান্ত

যুবক!

বিশ্বব্যাপী এখন আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে দিশেহারা গোটা বিশ্ব। এর তাণ্ডবে ইতোমধ্যে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্ত ৬ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি।

এছাড়া এর ধ্বংসযজ্ঞে বেসামাল ইউরোপের ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সসহ বেশ কয়েকটি দেশ। ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ১৭০ জনের, স্পেনে ১৯ হাজার ৯১৫ ও ফ্রান্সে ১৭ হাজার ৯২০।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাস ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে এই ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে শিকার হচ্ছে বহু সংখ্যক মানুষ।
এই ভাইরাস এতটাই ভয়ঙ্কর যে মাত্র একবার মুদি দোকানে গিয়েই এর শিকার হয়েছে কেউ কেউ। এমন একটি ঘটনা উঠে এসেছে গণমাধ্যমে।

সবকিছু ভালোভাবেই চলছিল ৩১ বছর বয়সী বেনজি হা-এর। কিন্তু একবার মুদির দোকান থেকে ফেরার পর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে থাকতে হয়েছে তাকে।

৩১ বছর বয়সী এই যুবক বরাবরই স্বাস্থ্যবান। যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার জেরে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘরেই ছিলেন তিনি। বাড়ির বাইরে স্বল্প সময়ের জন্য বের হলেও মাস্ক পরতেন।

একবার মুদির দোকানে যাওয়ার একদিন পর বেনজি’র কাশি শুরু হয়। পরে উচ্চমাত্রার জ্বর এবং শরীরে ব্যথা শুরু হয়। একপর্যায়ে গুরুতর অবস্থায় তাকে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হসপিটালে ভর্তি করা হয়। গত মাসেই তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির ড্রপলেট অন্য ব্যক্তির নাক কিংবা মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে।

তবে আক্রান্ত ব্যক্তির ড্রপলেট মাটিতেও পড়ে থাকে। সেখান থেকেও করোনাভাইরাস ছড়ায়। এজন্য বাইরে বের হওয়ার পর জুতা নিয়ে বাসায়

ঢুকতে বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

যুক্তরাষ্ট্রেই করোনার উৎপত্তি, চীনে না, বললেন মার্কিন অধ্যাপক

সারা বিশ্বে চলছে করোনা আতঙ্ক। এরই মধ্যে করোনা চীনের তৈরি জৈব রাসায়নিক বোমা বলে অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। তবে এবার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের দাবি যুক্তরাষ্ট্রেই তৈরি হয়েছে করোনাভাইরাস এবং এর উন্নয়নের কাজ করেছে চীন।

যুক্তরাষ্ট্রের জুম প্যানেলের এক আলোচনা সভায় এ তথ্য জানায় ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স এন্ড ডাইভার্সিটির সহ সভাপতি রিকি হল। তিনি বলেন আমরা এখনো সঠিক জানি না ভাইরাস কোথায় তৈরি হয়েছে তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে।

এদিকে আন্তজার্তিক গণমাধ্যম ফক্স নিউজ বলছে, উহানের ল্যাব থেকে করোনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে এর আগে একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছে মার্কিন সরকার। তবে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে চীন সরকার। যথেষ্ঠ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বারবার দায় অস্বীকার করছে চীন। এদিকে ভাইরাসটি আসলেই উহানের ল্যাবে তৈরি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সূত্র- কালের কণ্ঠ

করোনার কাছে অসহায় ইকুয়েডর, রাস্তায় পড়ে আছে লাশ

বছরের এই সময় ইকুয়েডরের গুয়াকুইল শহরের রাস্তায় ভিড় জমে থাকে। কিন্তু এবারের চিত্র আলাদা। ফাঁকা, শূনসান সড়কগুলো যেন খা খা করছে। জনমানব নেই। কিন্তু প্রতিদিনই রাস্তা থেকে কারও না কারও লাশ গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেশটির প্রশাসন।

বাড়ির কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছেন প্রিয়জনরা। হাসপাতালে আর জায়গা নেই। এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্ত পরিকাঠামো নেই। ইকুয়েডর যেন করোনা মহামারীর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েছে। আর কিছু করার নেই। যুদ্ধে হার স্বীকার করে নিয়েছে ইকুয়েডর।

ইকুয়েডর পুলিশ জানিয়েছে, তাদের দেশে করোনা মহামারির এপিসেন্টার গুয়াকুইল শহর থেকে গত তিন সপ্তাহে অন্তত ১ হাজার ৪০২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭৭১টি ও হাসপাতাল থেকে ৬৩১টি লাশ। রাস্তায় যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে বেওয়ারিশ লাশ। অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময়ও বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেই সব লাশের শেষ ঠিকানা হচ্ছে গণকবর।
করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে ইকুয়েডর। দেশটির মরদেহ উদ্ধারকারী দলের প্রধান জর্জ ওয়েটেড জানিয়েছেন, দেশে মোট করোনা আক্রান্তের ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ গুয়াকুইল শহরের বাসিন্দা। গুয়াসেসের উপকূলীয় এই শহরটিতে এখনও পর্যন্ত ৪ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গুয়াকুইল শহরের বাসিন্দারাই রাস্তায় এদিক ওদিক পড়ে থাকা মরদেহ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর দিচ্ছেন প্রশাসনকে। ইকুয়েডর সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। দিনের মধ্যে ১৫ ঘণ্টা বলবৎ থাকছে কারফিউ। তবে সংক্রমণ এড়ানোর জন্য এই কারফিউ যে যথেষ্ট নয় তা স্বীকার করে নিচ্ছে প্রশাসন। চলতি মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা করছে ইকুয়েডরের প্রশাসন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন